রমযানের বাহার

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Ramadan ki Baharain

(সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা বয়ান)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ- আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ ইবনে মনসুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন একজন শীরাযবাসী লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন-তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানো। আর তাঁর পরনে ছিলো উন্নতমানের পোশাক। মাথার উপর মুক্তা খচিত তাজ শোভা পাচ্ছিলো। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা বলল: "হযরত কেমন আছেন?" তিনি বললেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার উপর দয়া করেছেন। আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" লোকটি বললো: "কি কারণে?" বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দরূদে পাক পড়তাম, বস্তুত: এই আমলটা কাজে এসেছে।" (আল কাউলূল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

www.dawateislami.net

✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালাকে নাড়া দেয়। ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে এমন মনোরম উচ্চস্বর ধ্বনিত হয়, যার চেয়ে উত্তম সুর আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। ওই সুর শুনে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) হুরেরা বেরিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায়। আর বলে, "কেউ আছো, যে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আমাদের প্রার্থী হবে, যাতে তার সাথে আমাদের বিবাহ হয়?" তারপর ওই হুরগুলো জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদ্বওয়ান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করে: "আজ এ কেমন রাত?" হযরত রিদ্বওয়ান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তদুত্তরে বলেন: "হ্যাঁ! এটা মাহে রমযানের প্রথম রাত। জান্নাতের দরজাগুলো **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের রোযাদারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।"

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারককে স্বাগত জানানোর জন্য সারা বছরই জান্নাতকে সাজানো হয়। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়।" আরো ইরশাদ করেন: "রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে:

www.dawateislami.net

"হে পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করিও, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষুগুলো জুড়ায়। আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদেরও চক্ষু জুড়ায়।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬৩৩)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। **(বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯৯)** অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। **(সহীহ মুসলিম, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৭৯)**

প্রতি রাতে ষাট হাজার গুনাহগারের মুক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, "হে কল্যাণকামী! **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং আনন্দিত হয়ে যাও! ওহে অসৎকর্মপরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ মাগফিরাত চাওয়ার আছো কি? তার দরখাস্ত পূরণ করা হবে। কেউ তাওবাকারী আছো কি? তার তাওবা কবুল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দোয়া কবুল করা হবে। কোন দোয়া চাওয়ার কেউ আছো কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। আর ঈদের দিন সমগ্র মাসের সমসংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয়।"

(দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রোযা ও কুরআন সুপারিশ করবে

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য সুপারিশের সামগ্রী তৈরী করবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।" রোযা আরয করবে: "হে দয়ালু প্রতিপালক! আমি আহার ও প্রবৃত্তিগুলো থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো!" কুরআন বলবে: "আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমাতে দেইনি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।" সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৩৭)

ক্ষমা করার অজুহাত

আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "যদি **আল্লাহ্ তাআলা** উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে 'রমযান' ও 'সূরা ইখলাস শরীফ' কখনো দান করতেন না।" **(নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)**

ঢরথা কেহ ঈসইয়া কী ছাজা আব হোগী ইয়া রৌজে জযা,
দী উনকী রহমত নে ছদা ইয়ে ভী নেহী, উও ভী নেহী।

(হাদায়িখে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বিশ্বনবী ﷺ ইবাদতের জন্য তৎপর ও প্রস্তুত হতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসে আমাদের উচিত হবে **আল্লাহ্ তাআলার** খুব বেশি ইবাদত করা এবং এমন প্রতিটি কাজও করা চাই, যাতে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর মাহবুব খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন,**

www.dawateislami.net

রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি রয়েছে। কারণ, এ মাসেও যদি কেউ তার ক্ষমা করিয়ে নিতে না পারে, তবে সে আর কবে করাবে? **আমাদের প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ মাস আসার সাথে সাথেই **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে বেশি মাত্রায় মগ্ন হয়ে যেতেন। যেমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: "যখন রমযান আসতো, তখনই **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহামহিম **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন। আর গোটা মাসেই নিজের বিছানা মোবারকের উপর তাশরীফ আনতেন না।"

(দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

এ মোবারক মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, **আল্লাহ্ তাআলা** এতে কুরআন পাক নাযিল করেছেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনে পরম করুণাময় **আল্লাহ্ তাআলা** কুরআন নাযিল ও রমযান মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
রমযান মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে- মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণী সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে (পূর্ণ করবে)। আল্লাহ (তাআলা) তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন (ক্লেশ) চান না। আর এজন্য যেন তোমরা

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُؕ وَ مَنْ
كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
اَیَّامٍ اُخَرَؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ

www.dawateislami.net

সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহ (তাআলার) মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।
(পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৫)

وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

রোযা ফরয হবার কারণ

ইসলামে বেশিরভাগ কাজ কোন না কোন মহান ব্যক্তির ঘটনাকে জীবিত রাখার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যেমন: সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে হাজীদের 'সাঈ' হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর স্মৃতিময়ী। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا তাঁর কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল জবীহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্য পানি তালাশ করতে গিয়ে এ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌঁড়ায়েছেন। **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর এ কাজটা অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। তাই এই 'সুন্নাতে হাজেরা' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে **আল্লাহ্ তাআলা** স্থায়ীত্ব দানের জন্য হাজীগণ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য 'সাফা' ও 'মারওয়া'র সাঈকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, রমযানের দিনগুলোতে কিছুদিন **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন। তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন, আর রাতে **আল্লাহ্ তাআলার** যিকরে মশগুল থাকতেন। তাই **আল্লাহ্ তাআলা** ওই দিন গুলোর স্মরণকে তাজা করার জন্য রোযা ফরয করেছেন; যাতে তাঁর মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও স্থায়ী হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

রোযাদারের ঈমান কতোই পাকাপোক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে দেখছেও না। খাদ্য মওজুদ আছে; ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়! কিন্তু খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না। আপনি অনুমান করুন। ওই ব্যক্তির ঈমান পরম করুনাময় **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর কতই পাকাপোক্ত। কেননা, সে জানে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট গোপন থাকতে পারে না। **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে রোযা পালনের কারণ। কেননা, অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে হৃদয়ের সাথে। তার অবস্থা মূলত: **আল্লাহ্ তাআলা** ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যদি সে গোপনে পানাহার করে ফেলে, তবুও লোকজন একথাই মনে করবে যে, সে রোযাদার। কিন্তু সে একমাত্র **'আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়'-এর কারণে পানাহার থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, সেটার সীমারেখা চিনেছে এবং যা থেকে বিরত থাকা চাই, তা থেকে বিরত থেকেছে, তবে সে (যেসব গুনাহ্) ইতোপূর্বে করেছে, সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে গেল।" **(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৪২৪)**

রোযার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় (সাওয়াব) দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করা হয়।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ

(অর্থাৎ- কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম; সেটা আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দিবো)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেন: "বান্দা তার ইচ্ছা ও আহার শুধু আমারই কারণে ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী একটা ইফতারের সময়, অন্যটা **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মুশক (এক প্রকার উন্নত মানের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৫১) আরো ইরশাদ করেছেন: "রোযা হচ্ছে ঢাল। আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না শোর-চিৎকার করে। অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি গালাজ করে, কিংবা ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেনো এ কথা বলে দেয়, "আমি রোযাদার।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯৪)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদীস শরীফ গুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। কতোই প্রিয় সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে তেমনভাবে রোযা রেখেছে, যেমন রোযা রাখা কর্তব্য। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত রেখেছে। এমন রোযা, **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ ও দয়ায় রোযাদারদের জন্য সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাছাড়া, হাদীসে মোবারকের এ বাণীতো বিশেষভাবে দেখার মতোই, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মহান প্রতিপালকের সুগন্ধময় বাণী শুনাচ্ছেন: فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ অর্থাৎ- 'রোযা আমার জন্য আর সেটার প্রতিদান আমি নিজেই দিবো।' হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে কোন কোন সম্মানিত মুহাদ্দিস رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ও পড়েছেন। যেমন তাফসীরে নঈমী ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় "রোযার প্রতিদান আমি নিজেই হব।" سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার খোদ **আল্লাহ্ তাআলা**কে পেয়ে যায়।

ঘুমানোও ইবাদত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আওফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা হল তাসবীহ পাঠ করা, তার দোয়া কবুল এবং তার আমল মকবুল।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৩৮)** سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ রোযাদার কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান! তার ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা মানে তাসবীহ পাঠ করা, দোয়া ও নেক আমলসমূহ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে মকবুল।

তেরে করম ছে আয় করীম! কোন ছি শাই মিলি নেহী
ঝুলি হামারি তঙ্গ হ্যায়, তেরে ইহা কমী নেহী।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পড়ে

উম্মূল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে বান্দা রোযা পালনরত অবস্থায় ভোরে জাগ্রত হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পড়ে এবং প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফেরেশতা তার জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করে, যদি সে এক অথবা দুই রাকআত নামায পড়ে তবে আসমানে তার জন্য আলো উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর হুরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা বলে, "হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও! আমরা তার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী।" আর যদি সে لَا اِلٰهَ اِلَّا الله কিংবা سُبْحٰنَ الله অথবা اَللهُ اَكْبَر পড়ে, তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাওয়াব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লিখতে থাকে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৯১)**

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! রোযাদারের জন্য তো মহা সৌভাগ্যই! তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ **আল্লাহ্ তাআলা**র তাসবীহ পাঠ করে, প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফেরেশতারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। নামায পড়লে তার জন্য আসমানে আলো উদ্ভাসিত হয়। হুরেরা, যারা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা জান্নাতে তার আগমনের অপেক্ষা করে। لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ কিংবা سُبْحٰنَ اللہ অথবা اَللّٰہُ اَکْبَرُ বললে সত্তর হাজার ফেরেশতা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার সাওয়াব লিখতে থাকেন।

স্বর্ণের দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটা দস্তরখাবার রাখা হবে, অথচ লোকজন (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে।" **(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬৪)**

জান্নাতী ফল

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে, যার প্রতি মনের আগ্রহ ছিলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতী ফলমূল আহার করাবেন আর জান্নাতী পানীয় পান করাবেন।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯১৭)**

অসংখ্য প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী এ বলে আহবান করবে, "প্রতিটি আমলকারী কে তার আমল এর সমান সাওয়াব দেয়া হবে,

www.dawateislami.net

কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীগণ ও রোযাদারগণ ব্যতীত। তাদেরকে অফুরন্ত ও হিসাব ছাড়া সাওয়াব দান করা হবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯২৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যেমন চাষ করবেন, তেমনি ফসল পাবেন। সম্মানিত আলিমগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং রোযাদারগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অসংখ্য প্রতিদান দান করা হবে।

জান্নাতী দরজা

হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতে একটা দরজা আছে, যাকে 'রাইয়ান" বলা হয়। এটা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: 'রোযাদারগণ কোথায়?' অতঃপর এসব লোক দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর ওই দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।" **(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৯৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযাদাররা বড়ই সৌভাগ্যবান। কিয়ামতের দিনে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান করা হবে। অন্যান্য সৌভাগ্যবানগণও দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু রোযাদারগণ বিশেষভাবে 'বাবুর রাইয়ান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একটা রোযা না রাখার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তাহলে,

www.dawateislami.net

সমগ্র মহাকাল যাবৎ রোযা রাখলেও সেটার 'কাযা' আদায় হবে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়।" (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৪) (অর্থাৎ ওই ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার বিনিময়ে নির্ধারিত ছিলো, এখন সেটা কোন মতেই পেতে পারে না। আমাদের কখনোই অলসতার শিকার হয়ে রমযানের রোযার মতো মহান নেয়ামত ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। যেসব লোক রোযা রেখে কোন বিশুদ্ধ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ভঙ্গ করে বসে, তারা যেনো **আল্লাহ্ তাআলার** কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমন-

নাক মাটিতে মিশে যাক

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যার নিকট আমার নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়েনি এবং ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, অতঃপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বে সেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় মলিন হোক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতার খিদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি।) (মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৫৫)

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:-

مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করে তার পুর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (জামিউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৪৮০)

www.dawateislami.net

সারা মাস ইতিকাফ

আমাদের **প্রিয় আক্বা, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সময় সচেষ্ট ও তৎপর থাকতেন। বিশেষ করে রমযান শরীফ বেশী পরিমাণে ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেহেতু মাহে রমাযানেই শবে ক্বদরকে গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু এ মোবারক রাতকে তালাশ করার জন্য **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পুরো বরকতময় মাসই ইতিকাফ করেছিলেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একদা **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **১**লা রমযান থেকে ২০ শে রমযান পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করলেন: "আমি শবে ক্বদর তালাশ করতে গিয়ে রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকাফ করলাম। তারপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকাফ করেছি। অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে, শবে ক্বদর শেষ দশ দিনে রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও করে নাও।"

(সহীহ মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

হযরত সায়্যিদুনা আতা খোরাসানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'ইতিকাফকারীর উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরজায় এসে পড়েছে আর এ কথা বলছে, "হে আল্লাহ! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়বোনা।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৭০)**

হাম সে ফকির ভি আব ফিরিকো উঠতে হোঙ্গে
আব তো গানি কে দার পর বিসতার জমা দিয়ে হে।

নেকী না করেও সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাফের এক বড় উপকার হচ্ছে, যতদিন মুসলমান ইতিকাফে থাকবে, ততদিন গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে যাবে। আর যেই গুনাহ সে বাইরে থাকলে করতো সেগুলো থেকেও বেঁচে যাবে।

www.dawateislami.net

কিন্তু এটা **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ রহমত, বাইরে থাকলে সে যেসব নেকী করতো, ইতিকাফের কারণে তা সম্পন্ন করতে পারেনি, কিন্তু সেগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। আর সে যা আমল করবে সেগুলোর সাওয়াব তো পাবেই। উদাহরণস্বরূপ, কোন ইসলামী ভাই রোগীদের দেখাশুনা করত, কিন্তু ইতিকাফের কারণে সে তা করতে পারল না, তাহলে সে সেটার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং সেটার অনুরূপ সাওয়াবই পেতে থাকবে, যেমনিভাবে সে তা নিজে সম্পন্ন করতো। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ يُجْرٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا **অর্থ:** ইতিকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। তার জন্য সমস্ত নেকী লিখা হয়, যেমন সেগুলোর সম্পাদনকারীর জন্য লিখা হয়। **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৮১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, খন্ড-১, পৃ-৫৫, হাদীস-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)**

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

জুতা পরার ৭টি মাদানী ফুল

হাদীস শরীফ ঃ (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। **(মুসলিম শরীফ, পৃ-১১২১, হাদীস নং-২০৯৬)** (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

(৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী শরীফ, খন্ড-৪, পৃ-৬৫, হাদীস নং-৫৮৫৫) নুজহাতুল কারী কিতাবে রয়েছে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল কারী, খন্ড-৫, পৃ-৫৩০, ফরিদ বুক স্টল) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃ-৮৪, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীআ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন ঃ অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬তম, পৃ-৬৫, মাকতাবাতুল মাদীনা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে) উল্টা জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **দাওলাতে বে যাওয়াল** কিতাবে লিখেছেন যে, যদি সারারাত উল্টা জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, খন্ড-৫ম, পৃ-৬০১) ব্যবহৃত উল্টা হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

www.dawateislami.net

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীআত ১৬তম খন্ড এছাড়া ১২০ পৃষ্টা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত ও আদব হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(১) বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।
(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা: صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

(৪)এক হাজার দিনের নেকী: جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩)

(৫) ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন: এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯)

(৬) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ারصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে। (আল কাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net